উন্নত জাতের ঘাসচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

ঘাসের নাম : নেপিয়ার পাকচং।

উৎপত্তি : এই ঘাসটির উৎপত্তি থাইল্যান্ডের পাকচং প্রদেশে। এটি নেপিয়ারের সাথে পারল মিলেটের শংকরায়নের ফলে সৃষ্ট একটি উচ্চ ফলনশীল ঘাস।

ঘাসের বৈশিষ্ট্য : সবুজ, রসালো, মোটা কাণ্ড, পাতা মসৃণ ও খুবই সুস্বাদু। সারা বছর এই ঘাসের চাষ ও ফলন পাওয়া যায়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৫%। উচ্চ ক্রুড প্রোটিন (১৬-১৮%) সমৃদ্ধ।

ঘাসের বিশেষত্ব : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-এর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এ ঘাসের উৎপাদন দক্ষতা ও পুষ্টিমান নির্ণয় করে জানান যে, পাকচং ঘাসের পুষ্টিমান ও উৎপাদন দক্ষতা অন্যান্য নেপিয়ার জাতের ঘাসের তুলনায় অধিক এবং ঘাসের উৎপাদন ধারাবাহিকতা শীতকালেও বজায় থাকে।

জমি নির্বাচন : উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে না।

জমি তৈরি: জমিতে ভালভাবে দুটি চাষ ও দুটি মই দিতে হবে।

সার প্রয়োগ : প্রতি একরে গোবর ১৫ মে.টন, টিএসপি ৫০ কেজি ও এমওপি ২৫ কেজি। ইউরিয়া-রোপনের ২১ দিন পর ৫০ কেজি ও ৪৫ দিন পর ৫০ কেজি।

জমিতে রোপন ও সেচ : লাইন টু লাইন ৪ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং ৩ ফুট। প্রতি গর্তে দুটি কাটিং ক্রস করে ৪৫° কোণে লাগাতে হবে। অধিক ফলন পাওয়ার জন্য শুকনো মৌসুমে ১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

কর্তন কাল : প্রথম রোপনের ৬০ দিন পর এবং পরবর্তীতে ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে। কাটিং সংগ্রহের জন্য ৯০-১২০ দিনের মধ্যে।

একর প্রতি উৎপাদন : বছরে ৪৮০ মে. টন/ হেক্টর।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নত জাতের ঘাস চাষ

ঘাসের নাম : নেপিয়ার

নেপিয়ার এক প্রকার গ্রীষ্মকালীন স্থায়ী ঘাস। সাধারণত ২-৫ মিটার লম্বা হয়। দেখতে অনেকটা আখ (ইক্ষু, উখ্) গাছের মত। এ ঘাস বাংলাদেশের মাটিতে সহজে জন্মে, খুবই পুষ্টিকর, সহজ-পাচ্য, দ্রুত বর্ধনশীল, খরা সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল। এ ঘাস জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এই ঘাস বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘাস এবং দেশের সকল অঞ্চলেই উৎপাদন করা যায়।

প্রাপ্তি স্থান : প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিম্পদ অফিসের নার্সারি থেকে ঘাসের কাটিং কিংবা মোথা সহজেই পাওয়া যায়।

জমি নির্বাচন : যেখানে পানি জমে থাকে না এমন জমিতে নেপিয়ার ভাল হয়। প্রায় সব রকম মাটি তবে দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

রোপন সময় : বৈশাখ হতে আশ্বিন। বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরে লাগালে ঐ বছরই ফলনের জন্য বেশী সময় পাওয়া যায়।

রোপন দূরত্ব : সারি/আইল থেকে সারি ২-৩ ফুট এবং গাছ থেকে গাছ ১-১.৫ ফুট।

বংশ বিস্তার : সাধারণরত ঘাসের কাটিং ও মোথা দ্বারা বংশ বিস্তার করে।

চারা তৈরি : কাটিং দ্বারা পরিপক্ষ গাছের কমপক্ষে তিনটি গিঁট দিয়ে কাটিং তৈরি করতে হবে। একটি পরিপক্ষ নেপিয়ার ঘাসের ডালা হতে কমপক্ষে ৬-৭টি কাটিং করা যায়।

রোপন পদ্ধতি : জমিতে ৪-৫টি চাষ এবং মই দিয়ে আগাছা মুক্ত করে সারি থেকে সারি (২-৩ ফুট) এবং গাছ থেকে গাছ ১-১.৫ ফুট দূরত্বে গর্ত করে ৪৫-৬০° ডিগ্রী কোণে ১টি গিঁট মাটির নিচে, মধ্যের গিঁট মাটির সঙ্গে এবং অবশিষ্ট গিঁট মাটির উপরে রেখে লাগাতে হবে। সাধারণত জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম বৃষ্টির পর অথবা ভদ্র মাসের শেষ অংশে যখন কম বৃষ্টিপাত থাকে তখন কাটিং পদ্ধতিতে নেপিয়ার ঘাস লাগানো উত্তম।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : জমি চাষের সময় একর প্রতি ৪-৫ টন গোবর, ২৬ কেজি টিএসপি এবং ২০ কেজি এমপি সার জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

উপরি সার : প্রতিবার ঘাস কাটার পর ৭-১০ দিন পর একর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

ঘাস কাটা : ঘাস লাগানোর ৬০-৭০ দিন পর প্রথম বার এবং প্রতি ৪-৫ সপ্তাহ পর পর মাটি হতে ৫-৬ ইঞ্চি উপর থেকে কাটতে হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, ফোন : +৮৮-০২-৫৫০১২৪০৬
ই-মেইল: flidmofl@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.flid.gov.bd
নিউজ পোর্টাল : https://motshoprani.org/, ফেইসবুক: https://www.facebook.com/flid20
অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ: মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভাণ্ডার
ইউটিউব: https://www.youtube.com/@flidbangladesh69